দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 AUG 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৭.....

আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচি

প্রথম পর্যায়ে ৫০ হাজার নিরক্ষরমুক্ত বয়স্ক নারী পুরুষ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে

॥ মাহফুজ উদ্দিন খান ॥

দর্শনা, ২রা আগস্ট গত ৩১শে জুলাই আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের ৫০ হাজার নিরক্ষরমুক্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এ ব্যাপারে যাবতীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচির রূপকার চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম জানান।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার। এর মধ্যে ১ লাখ ১৯ হাজার ২৯ জন নারী এবং ১ লাখ ১ হাজার ৫শ' ৯৯ জন পুরুষ। বিরাট এই নিরক্ষর গোষ্ঠীকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস থেকে এ কর্মসূচি শুরু করা হয়। প্রথম পর্যায়ের ১ হাজার ৬শ' ৫৬টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১ হাজার মহিলা এবং ২৯ হাজার পুরুষকে নিরক্ষরমুক্ত করার প্রয়াস সফল হতে চলেছে। আগামী ৩১শে জুলাই সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলাব্যাপী তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এ জন্য সমগ্র জেলায় সর্বমোট ৩শ' ৪১টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। স্কুল-মাদ্রাসাগুলো পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

জেলার অবশিষ্ট নিরক্ষর নারী-পুরুষকে অক্ষরজ্ঞান করে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। গত ২৩শে জুলাই থেকে ৫ হাজার ৮শ' ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম পর্যায়ের ন্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সকলের সহযোগিতা পেলে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান।